উড়ালগদ্য- ১৯

কাজী জহিরুল ইসলাম

ম্যানহাটনে মৃত্যুর আতঙ্ক

নিউইয়র্কের ফর্টি-সেকেন্ড স্ট্রিট। নিউজ বিল্ডিংয়ের ২৩ তলায় নিরাপত্তা এলার্ম বেজে উঠলো। মকসো করছে? বিল্ডিংয়ে উঠবার মুখে দেখলাম, দেয়ালে সাঁটানো পোস্টার। একটি আন-এ্যটেনডেড ব্যাগের ছবি, পাশে বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা, 'ইফ ইউ সি সামথিং, সে সামথিং।' কেউ কি কিছু 'সে' করলো? আবারও এলার্ম বেজে উঠলো। অনুশীলন? আবারো বাজলো, এবার আর থামছেই না। পেনিক উঠলো পুরো সেমিনার কক্ষে। শাদা চামড়ার নিচে সুখের চর্বি গলতে শুরু করেছে। কালোদের কদুর বিচি, ঝুলে পড়া ধুসর ঠোঁটের ফাঁকে, গোলাপী মাড়ির খাঁজে। এশিয়ান কমপ্লেক্সনটা খাবি খাচ্ছে। সকলের যেই গতি, আমারও...জাতীয় একটা ঢিলেমি। ইউনিফর্ম ছুটে এলো, 'জলদি ছোটো, জলদি ছোটো। খবরদার লিফটে যাবে না, সিঁড়িতে হাঁটো'। এবার কিন্তু এশিয়ানরাই সবার আগে। এ-ওর গায়ের ওপর দিয়ে, পায়ের ফাঁক দিয়ে। হুলুস্থুল, ধুন্ধুমার কান্ড। চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। আবারো নাইন-এলিভেন? প্লেনটা কি এসেই পড়লো, তেইশতলা থেকে নামতে পারবোতো? এবারো কি প্লেন এ্যাটাক, নাকি ল্যান্ডমাইন জাতীয় কিছু? বুকের ভেতর ডেটোনেটরের তার, এই ছুঁলো, এই ছুঁলো অবস্থা। ভগবান, খোদা, ঈশ্বর, তিনজনই সিঁড়ির ভিড়ে। হামাগুড়ি, মৃত্যুর আতঙ্ক।

যখন নিচে নেমে এলাম, হলুদ ফিতেই বাঁধা মৃত্যুর শঙ্কা। হাজারো এনওয়াইপিডি, গিজগিজ করেছে ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিট। সাইরেন বাজাতে বাজাতে সাঁই সাঁই এদিক-সেদিক ছুটছে কপ ট্যাক্সিগুলো। কোনো একটি ইউএস মুভির স্যুটিং দেখছি না-তো? ২০০৪-এর আগস্ট মাসের তৃতীয় মঙ্গলবারটি এরকমই ছিল। ওদিকটায় কাউকে ভিড়তে দেওয়া হচ্ছে না। কি ওখানে? দুটো ঢাউস স্যুটকেস ভরা বোমা, এই বুঝি নিউজ বিল্ডিং উড়ে গেলো। ভাগো তোমরা, পালাও, পালাও। নিরাপত্তাকর্মীদের উপুর্যপরি তাগিদে দিগ্বিদিক সবাই। শুধু নিউজ বিল্ডিংই না, আশে-পাশের আরো তিন-চারটা বিল্ডিং ইভাকুয়েট করা হলো। লাল-হলুদ টেপ-এ আটকানো সেকেন্ড এবং থার্ড এভেন্যুর ফর্টি সেকেন্ড স্ট্রিট।

এখন কি বাড়ি চলে যাবো? নিরাপত্তা সমন্বয়কারী টিঙটিঙে সাতফুটি বুড়ো থমাস জানালো, তোমাদের ছুটি। এখন সবাই চলে যাও। যদি ভবনটি এ যাত্রা বেঁচে যায় তাহলে কাল সকাল নয়টায় দেখা হবে। আর যদি উড়ে যায়, তাহলে তোমাদের মন্দ কপাল। আসার আগে একটা ফোন করে জেনে নিও, তোমার অফিস অক্ষত আছে কি-না। সবে আড়াইটা বাজে, বাসায় ফিরে কি করবো? উইন্ডো শপিং আমার তেমন ভালো লাগে না। এদিক-সেদিক কয়েকটা গোত্তা খেয়ে আবার ফর্টি সেকেন্ড, হলুদ টেপের বেরিকেডে আটকে গেলাম। তখনো পুলিশের গাড়িগুলোর ছাদে লাল বাতির ফোয়ারা আর ওঁয়া ওঁয়া সাইরেনের ঝাঝালো আর্তনাদ। সমস্ত ম্যানহাটন যেন কোনো এক জুজুর ভয়ে পালানোর জন্য গর্ত খুঁজছে।

গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনে এসে পুকেপসির ট্রেন ধরলাম। হাডসন নদীর তীর ধরে যেতে হবে ১০০ মাইল উত্তরে। যতোই উত্তরে এগুতে থাকি নিউইয়র্কের প্রকৃতি ততোই সবুজ। পুকেপসিতেই আমার অতি সংক্ষিপ্ত

প্রবাসনিবাস। ফিরতে ফিরতে ভাবছি আজ তিনদিন হয়ে গেলো এখনো লাগেজ পেলাম না। শামিম ভাইয়ের পাঞ্জাবী-পাজামা পরে আর কয়দিন ঘুমাবো? বিনে পয়সায় থাকতে দিয়েছেন, রূপা ভাবীর হাতের বাঙালী রান্না খাচ্ছি, যোগাযোগের জন্য ভাবী তার মোবাইল ফোনটিও আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। এখন আবার শামীম ভাইয়ের জামা-কাপড়ও দখল। দিস ইস টু মাচ। এ যাবত প্রচুর ট্রাভেল করেছি কিন্তু এমন বিড়ম্বনায় আর কখনো পড়ি নি। এক প্যান্ট, এক শার্ট পরে তিনদিন। জামা-কাপড়ে ফাঙ্গাস গজিয়ে যাচ্ছে।

আমি ক্রমশ একটা অস্থিরতায় ভুগছি। পাশের সিটে বসা উর্বশী মেয়েটি উঠে অন্য সিটে চলে গেল। আমার গা থেকে কি দুর্গন্ধ আসছে? এসি ট্রেনে বসে ঘামবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু আমি বোধ হয় ঘামছি। টাইয়ের নটটা ঢিলা করে দিয়ে ট্রেনের জানালায় চোখ রেখে বাইরে তাকালাম। হাডসনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা প্রগৈতিহাসিক লোহার ব্রিজ। বিকেলের রোদে বিশাল নদীটি ঝলমল করে উঠলো। ট্রেনে একটা টিভি থাকলে ভালো হতো। দেখতে পেতাম নিজ বিল্ডিংটা কিভাবে উড়ে যায়। এখন নিশ্চয়ই ওখানে হাজারখানেক ক্যামেরা লেন্স তাক করে আছে। ২০০১ এর ১১ সেপ্টেম্বরে আমি প্রিস্টিনায় ছিলাম। একটার পর একটা প্লেন এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, আর বিবিসির অনলাইনে সে দৃশ্য দেখছি। মনে হচ্ছিলো যেন মুভি দেখছি।

১০০ মাইল পেরিয়ে গেছে। ট্রেনের স্পিকারে ড্রাইভারের কণ্ঠ, 'পুকেপসি'। চার/পাঁচ সেকেন্ডের বেশী ট্রেন কোথাও থামে না, কাজেই ঝট করে নেমে গেলাম। এখান থেকে শামীম ভাইয়ের বাসা ১১ কিলোমিটার পথ। আজ আর তাকে ডাকতে ইচ্ছে করছে না। আসলে একটা গিল্টি ফিলিং কাজ করছে। ভদ্রলোক রোজ সকালে এসে নামিয়ে দিয়ে যান আবার সন্ধ্যায় এসে স্টেশন থেকে ড্রাইভ করে বাসায় নিয়ে যান। এতোটা বোধ হয় আজকের দিনে এই ব্যস্ত শহরে কেউ কারো জন্য করে না। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেও লজ্জা লাগছে। এই ১১ কিলোমিটার পথ পুরোটাই এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক লীলাবৈচিত্রে পূর্ণ। একেবারে গহন নির্জনতা। অনেকক্ষণ পর পর এক আধটা গাড়ি হুশ করে পাশ কেটে চলে যায়। পাহাড়ি উঁচু নিচু ল্যান্ডস্কেপ, পথের দুপাশে বিশাল বিশাল শত বছরের পুরোনো বৃক্ষের সারি। কোথাও কোথাও ঘন অন্ধকার অরণ্য। বাঁ দিকে একটা ঘন কচুরিপানায় ঠাসা কয়েকমাইল লম্বা দুপাশের ঝোপঝাড়ে ঢাকাপড়া অন্ধকার দিঘি। শৈশবে গ্রামে বেড়াতে গেলে এরকম অন্ধকার দিঘি দেখতে পেতাম। সিদ্ধান্ত নিলাম আজ হেঁটেই বাড়ি যাবো, হাতে যখন প্রচুর সময় আছে।

হাঁটাটা যতোটা আরামদায়ক হবে ভেবেছিলাম মোটেও তা হলো না। পাহাড়ি পথে বারবার উঠতে আর নামতে গিয়ে গোড়ালি এবং মাসলসে ব্যথা হয়ে গেছে। এগারো কিলোমিটার পথ হেঁটে পাড়ি দিয়ে যখন একগুচ্ছ হাস্যোজ্জ্বল গাঁদা ফুলের অভিবাদনকে পেছনে ফেলে ছ'ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে ঘরে ঢুকলাম, তখন ভাবী এবং শামীম ভাই দু'জনই আমার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। ওদের আতঙ্কগ্রস্ত মুখ দেখে আমি বুঝলাম ইউএনএফপিএ অফিস নেই, আমি অক্ষত ফিরবো কি-না এ নিয়ে ওরা আতঙ্কিত। 'আপনি কি করেছেন?' ভাবীর এ প্রশ্নের আমি কি উত্তর দেব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। 'এনওয়াইপিডি (নিউ ইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্ট) থেকে মিনিটে মিনিটে আপনার ফোন আসছে।' সঙ্গে সঙ্গে আবার ফোন বেজে উঠলো। 'এনওয়াইপিডি, মে আই টক টু কাজী ইসলাম?'

ভীতু নিউইয়র্কবাসী ম্যানহাটনে আজ যে লঙ্কাকান্ড ঘটালো তার মূলে ছিল আমার সেই না পাওয়া লাগেজ। কিভাবে ব্যাগটি ওখানে এলো সে আরেক গল্প।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট
১২ মে, ২০০৬